মহামারী

[বারুইপুরে গত জানুয়ারী মাসে কলেরার প্রাদুর্ভাব দর্শনে লিখিত।]

১। সংগ্রাম হ'তে মারণে প্রথিত-ভীষণ-প্রতাপ সংসারে ;
জঙ্গম-কিবা তরু-লতা-ব্রজ, সবাই শিহরে শীত্‌কারে।

২। ফুৎকারে কত কোরক, কুসুম উড়াইছ ভব-উদ্যানে,
নিঃশ্বাসে ঢালি' গরল-কালিমা কত সহাস্য বয়ানে !

৩। (তব) তর্জ্জনে কাঁপে সেবীর-হৃদয়, যম-ভয় নাহি যেস্থানে,—
উৎকট রণে উপজে উল্লাস :—কাজ কি অপর ব্যাখ্যানে !

৪। বিক্রমে কত বিশাল নগরী পরিণত কর কান্তারে :—
*দদ্‌খালি, উলা প্রমাণ তাহার ; কি আর লিখিব বিস্তরে ?

৫। (হও) নল্‌ডাঙ্গা-ক্ষয়ে প্রথম কলেরা,
উগ্রসে তব রূপ দেখি'
সন্তত ভয়ে সবে জড়-সড়,
(উঠ) 'চড়ক বৃক্ষে' সব আঁখি !

৬। ম'শপুর, উলা, হালিসহরাদি
(তব) আছে চিরদিন শ্রীধাম,
(যথা) প্রায় প্রতি সনে ম্যালেরিয়া রূপে
কিছুকাল কর বিশ্রাম।

৭। ধ্বংসেতে আছ সব চেয়ে দৃঢ় যম-কিঙ্কর মাঝারে ;
দর্শে হৃদয়ে উপজয় ডর পর্শে কাঁপাও থর্‌থরে।

৮। কর্কশ নাদে দিনে শিবা-কাক আগমন তব সূচনে ;
(শুনি) শ্রেষ্ঠ তোমার প্রতিক্ষণ, যদি—
শ্বানগণ মাতে রোদনে।

৯। শার্দ্দুলাধিক উদরম্ভরি, নাহিক বিচার নাশনে :—
বৃদ্ধ কি হৌক পৃথুক, বালউ, পাইলেই রত মারণে।

১০। কুগ্রহ-ক্রুর-পরিচয়-মাঝে (আচে) আছে চির উদ্ভট ভুবনে,
সঞ্চারী গূঢ় নাগ গ্রাহ হ'তে,—বলিয়ে সবাই বাখানে।

১১। নিষ্ঠুর প্রতি ক্রমে তব দেখি আর দিকে এক মঙ্গলে :—
প্রত্যেক স্থলে বিভুর সৃজনে অশুভ, শুভ দুইই ফলে।

১২। চারিদিকে উঠে হরি-ধ্বনি, যবে শ্মশানের পথে হুটোহুটি,—
(লাগে)—'লা-ইল্লাহা' হুঙ্কতি ল'য়ে মুক্ত কচ্ছের ছুটোছুটি :—
১৩। (তব) সংহার-লীলা নিশি-দিন চলে,—হাহাকারে নাই নিবৃতি ;
সবাকার অন্ত-মাঝে এই ভয়,—'নাহি বুঝি আর নিষ্কৃতি' ;
১৪। (কত) পুত্রহারার হাহাকার উঠে গগনমণ্ডল ভেদিয়া,
উচ্ছ্বাসি' উঠে শোকের ঝটিকা আর কত হৃদি 'দারিয়া ;
১৫। ক্রন্দন-রোল উঠে আরো কত লাজ-চাপা বুক বিদারি',—
পুষ্করা-তব প্রিয় সহচরী ভ্রমে যেন কাঁদি ফুকারি'
১৬। তৎকালে কত স্বার্থ-পিশাচে কত আর্ত্ত-সেবয় ধন্য,
(কত) 'কঞ্জুষে' কর দু'দিনের তরে দাতার মাঝারে গণ্য ;—
১৭। মঞ্জুষা ত'র খালি হ'য়ে কিছু, পূত হয় কিছু বর্ষিয়া ;'
নাস্তিক (ও) করে পূজা, বিভু-গান দাপটি তোমার দর্শিয়া।
১৮। বিকৃত পার করিতে সবার, মহামারি, তুমি প্রকৃতি :—
হৌক না সে কেন ক্ষণস্থায়ী, তবু চরণে তোমাব প্রণতি !
১৯। কুক্ষিম্ভরি রসনা তাহার তব ভয়ে করে সংযত ;
শান্ত-স্বভাব রাভষিকে হয় পরিহরি' ভাব উদ্ধত।
২০। ব্যত্যয় ঘটে তোমার প্রভাবে আরো কতশত সংসারে ;
ধন্য-প্রতাপ—তুমি মহামারী ! সবাই প্রস্তু তব করে ;
২১। না-পার কি যে ক্রুর কর্ম্ম তুমি,
(আর) কোন্ রূপ নার ধরিতে,
শশাঙ্কের হেন বোধ হয়, মারী, সব পার তুমি মহিতে।
২২। দ্বেষ্টাকে কর সখাসম চির-অরাতিকে কর মিত্র ;
ধন্য, হে মহামারী, লীলাতব——

N. B. পাদ-টীকা :—* গদাখালি যশোহর জেলায়,—কপোতাক্ষের পশ্চিম পারে উহা একখানি গণ্ডগ্রাম ছিল। মড়কের পর হইতে উহা ক্রমে জন-শূন্য-প্রান্তর-প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। উহার 'গদখালি'-নাম-করণ মড়কের পর হয় নাই :—যদিও 'গদ' অর্থে ব্যাধি। ইঃ বিঃ রেলপথের খুলনা-শাখায় এইখানে একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশন আছে। উহার পূর্ব্বেই ঝিকড়গাছা ঘাট ষ্টেশন।

১। মহেশপুরও অধুনা ঐ জেলারই একটি অতি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। উহা কিঞ্চিদধিক ৭০ বৎসর পূর্ব্বে নদীয়াজেলার বনগ্রাম মহকুমার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল :—ঐ জেলার বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম উলার প্রতিদ্বন্দ্ব-রূপে উহা নদীয়ার পূর্ব্ব-অংশে, হলদহ-মহেশপুর নামে সুখ্যাত ছিল। পরে বনগ্রাম মহকুমা সহ প্রায়খানিকে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যখন যশোহরের অঙ্গীভূত করেন, তখন নদীয়ার ঐ এক পার্শ্বের যে একটী বিশিষ্ট অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহা আর আমাদের (লেখক ও নদীয়াবাসী) অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐস্থানে অতি প্রাচীন একটি হাইস্কুল, মিউনিসিপ্যালটি, ডাকঘর, থানা, রেজিষ্টারি অফিস্ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবগুলিই বিদ্যমান আছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের একটি সুবিখ্যাত টোল আছে ; তথায় ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন প্রভৃতির অধ্যাপনা হয় University-Lecturer পূজ্যপাদ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, ঐ টোল হইতে বোধ করি ১৮৯৬ খ্রীঃঅব্দে, কাব্যের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিভাগের শীর্ষস্থান করেন। ঐস্থানই ঠাকুর সুন্দরানন্দের পাঠ বলিয়া বিখ্যাত।

প্রভাব অতি বিচিত্র !

শ্রীশশাঙ্কদেব চট্টোপাধ্যায়
৩য় বার্ষিক শ্রেণী
কলা-বিভাগ।
বঙ্গবাসী কলেজ

১।২।১৯২৯